বায়তুল্লাহর ফযিলত

13-June-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো, আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আদবের বরকতে ঈমান নসীব হয়ে গেলো

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় তাশরীফ আনার অসংখ্য বছর পূর্বের কথা; তুব্বা' হিমইয়ারী, যে তার যুগের বাদশাহ ছিলো, সে ঐ সৌভাগ্যবান যে, যখন সে তার ওলামাদের মুখে

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা শুনলো তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমানও আনয়ন করলো এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে একটি চিঠিও লিখলো, যার বংশ পরিক্রমায় হযরত আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট পৌঁছে আর তিনি তা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থাপন করেন। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ২৫, সূরা দুখান, ৩৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/১৯৬)** প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তুব্বা' হিমইয়ারীর প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে মন্দ বলতেও নিষেধ করলেন।

(মু'জামু কবীর, ৩/৫৩৯, হাদীস ৫৮৮১)

যাক! তুব্বা' হিমইয়ারী পুরো দুনিয়ার বাদশাহ ছিলো, তাঁর ঈমান গ্রহণের পূর্বের কথা, একদিন তার মনে হলো যে, পৃথিবী ভ্রমন করা উচিৎ এবং দেখা উচিৎ যে, মানুষ কোন অবস্থায় রয়েছে, সুতরাং সে শাহী প্রতাপ সহকারে সফরে রওনা হলো, বাদশাহের বাহিনী যেই শহরে পৌঁছতো, সেই শহরের লোকেরা সামনে অগ্রসর হয়ে স্বাগত জানাতো, সম্মান প্রদর্শন করতো, বাদশাহ সালামত প্রতিটি শহর থেকে ওলামাদের নিজের সাথে নিতো এবং সামনে অগ্রসর হয়ে যেতো, এভাবে প্রায় এক লক্ষ ওলামা বাদশাহের সাথে হয়ে গেলো। বাদশাহ সালামত সফর করতে করতে মক্কায়ে মুকাররমা পৌঁছলো। এখানকার অবস্থা অন্যান্য শহরের চেয়ে ভিন্ন ছিলো, তুব্বা' হিমইয়ারী যেই শহরে পৌঁছতো, লোকেরা সামনে অগ্রসর হয়ে স্বাগত জানাতো কিন্তু মক্কায়ে মুকাররমার লোকেরা না তো বাদশাহকে স্বাগত জানালো, না সম্মান জানালো। এটা দেখে বাদশাহের অনেক রাগ হলো, সে তার উজিরকে ডেকে নিজের রাগ প্রকাশ করলো, তখন উজির বললো: **বাদশাহ সালামত! মক্কায়ে মুকাররমায় একটি ঘর রয়েছে, যাকে এই লোকেরা বায়তুল্লাহ বলে, এই লোকেরা ব্যস এই ঘরের সম্মান করে**

থাকে। একথা শুনে বাদশাহর আরো রাগ এলো, বাদশাহ নির্দেশ দিলো যে, এই ঘরটি ধ্বংস করে দাও এবং এখানকার মানুষদের হত্যা করে দাও। (مَعَاذَاللّٰه)

যখনই বাদশাহ এই নির্দেশ জারি করলো, তখনই তার মাথায় প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়ে গেলো, পাশাপাশি চোখ, নাক এবং মুখ থেকে এমনভাবে দূর্গন্ধময় পানি প্রবাহিত হওয়া শুরু হলো যে, কোন মানুষ তার নিকট এক সেকেন্ডের জন্যও অবস্থান করতে পারতো না। বাদশাহর এই অবস্থা দেখে ডাক্তারকে চিকিৎসার আদেশ দেয়া হলো, হাকীম, চিকিৎসক পালাক্রমে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু বাদশাহর রোগ ধরতে পারা এবং এর চিকিৎসা করা তো দূরের কথা, কেউই বাদশাহের পাশে অবস্থানও পারতো না। অবশেষে সকল ডাক্তাররা এটাই বললো যে, আমরা জমিনি রোগের চিকিৎসা তো করতে পারি, আসমানি রোগের চিকিৎসা আমাদের নিকট নেই।

বাদশাহ খুবই কষ্টে ছিলো, কোন চিকিৎসাই হচ্ছিলো না, এই অবস্থায় রাত হয়ে গেলো, এক আলিম সাহেব উজিরের নিকট আসলো এবং বললো: আমি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো, বাদশাহ সালামত আমাকে সঠিক উত্তর দিলে আমি তার চিকিৎসা করতে পারবো। এ কথা শুনে উজির অনেক খুশি হলো, সাথেসাথে সেই আলিম সাহেবকে বাদশাহের নিকট নিয়ে গেলো, বাদশাহ এবং এই আলিম সাহেবকে একা ছেড়ে দেয়া হলো, সেই আলিম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: হে বাদশাহ! আপনি কি বায়তুল্লাহর ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন? বাদশাহ বললো: হ্যাঁ! এমনই করেছি। আলিম সাহেব বললেন: এই কারণেই আপনার এই রোগটি হয়েছে, এই ঘরের মালিক অন্তরের বিষয়ও ভালভাবে জানেন, আপনি এই

ইচ্ছা থেকে বিরত থাকুন! তার ঘর (অর্থাৎ কাবা শরীফ) এবং এর খাদেমদের সাথে কল্যাণ ও মঙ্গলের ইচ্ছা করুন! যদি আপনি এরূপ করেন তবে আপনি আরোগ্য লাভ করবেন। অতএব বাদশাহ নিজের ইচ্ছা পরিবর্তন করলো এবং কাবা শরীফের সম্মান করা, মক্কাবাসীদের সাথে কল্যাণ ও মঙ্গলময় আচরণ করার ইচ্ছা করলো, **ব্যস এই ইচ্ছা পোষণ করতেই, বাদশাহ সালামতের আরোগ্য নসীব হয়ে গেলো।**

তখন তুব্বা' হিমইয়ারী কাবার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন করলো এবং কাবা শরীফে ৭টি মূল্যবান গিলাফ পরিধান করালো, তুব্বা' হিমইয়ারীই প্রথম ব্যক্তি, যে খানায়ে কাবায় গিলাফ পরিধান করিয়েছিলো। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ১১/১০-১২)**

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম! কাবা শরীফের কিরূপ মহান বরকত রয়েছে, তুব্বা' হিমইয়ারী কাবা শরীফের বেআদবীর শুধুমাত্র ইচ্ছা পোষণ করেছিলো যে, কাহহার আল্লাহ পাকের গযব তার উপর পড়লো, অতঃপর যখন সে কাবা শরীফের সম্মানের ইচ্ছা পোষণ করলো তখন রহমান ও রহীম আল্লাহ পাকের রহমতের নদীতে জোয়ার এলো এবং তুব্বা' হিমইয়ারীর তখনই নাকের ব্যথা থেকে আরোগ্য নসীব হয়ে গেলো।

এই ঘটনা থেকে আমরা ২টি বিষয় শিখলাম:

(১) কাবা শরীফের বেআদবীর পরিণাম

প্রথম বিষয় হলো যে, কাবা শরীফের বেআদবী করা ধ্বংসে নিপতিত হওয়ার কারণ। দেখুন! তুব্বা' হিমইয়ারী কাবা শরীফকে তখনো ক্ষতি করেনি, ব্যস তখন শুধু ইচ্ছা পোষণ করেছিলো ফলে তার উপর

কাহহার আল্লাহ পাকের গযব বর্ষিত হয়ে গেলো। অনুরূপভাবে আবরাহা নামক বাদশাহের ঘটনাও প্রসিদ্ধ, এই দূর্ভাগা কাবা শরীফকে ধ্বংস করার জন্য হাতির উপর আরোহিত বাহিনী নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সে জানতো না যে, এই ঘরের মালিক (অর্থাৎ আল্লাহ পাক) অশেষ ক্ষমতাবান, আল্লাহ পাক তার অহঙ্কারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন এবং ছোট ছোট পাখির (অর্থাৎ আবাবিলের) মাধ্যমে তার হাতির উপর আরোহিত সৈন্যদের ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

اَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ ﴿۱﴾ اَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ
فِیْ تَضْلِیْلٍ ﴿۲﴾ وَّ اَرْسَلَ
عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَابِیْلَ ﴿۳﴾
تَرْمِیْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیْلٍ ﴿۴﴾
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿۵﴾

(পারা ৩০, সূরা ফীল, আয়াত ১-৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি! আপনার প্রতিপালক ওই হস্তী আরোহী বাহিনীর কি অবস্থা করেছেন? তাদের চক্রান্তগুলোকে কি ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেন নি? এবং তাদের উপর পাখির ঝাঁকসমূহ প্রেরণ করেছেন; যেগুলো তাদেরকে কঙ্কর-পাথর দিয়ে মারছিলো। অতঃপর তাদেরকে চর্বিত ক্ষেতের পল্লবের মতো করেছেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) কাবা শরীফের বরকতে আরোগ্য লাভ হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তুব্বা' হিমইয়ারীর ঘটনা থেকে আমরা এটাও শিক্ষা পাই যে, কাবা শরীফ খুবই বরকতময় স্থান, এর আদব ও সম্মানের বরকতে আল্লাহর গযব থেকে মুক্তি ও রোগ থেকে আরোগ্য নসীব হয়। ওলামাগণ বলেন: কাবা শরীফের বরকতের মধ্যে একটি বরকত এটাও যে, পাখিরা এর আদবের দিকে খেয়াল রেখে এর উপর

দিয়ে গমন করে না, কোন পাখি কখনোই কাবা শরীফের ছাদে বা এর দেয়ালে বসে না, তবে হ্যাঁ! যখন কোন পাখি অসুস্থ্য হয়ে যায় তখন কাবা শরীফের ছাদে বসে বা এর উপর দিয়ে গমন করে, এর বরকতে সে আরোগ্য লাভ করে।

(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, ৯৭নং আয়াতের পাদটিকা, ১২৬ পৃষ্ঠা)

কাবার দরজার চাবির বরকত

শিফাউল গিরামে রয়েছে: মক্কাবাসীদের বছরের পর বছর ধরে এই রীতি ছিল যে, কোন শিশু জন্মগতভাবে বোবা হলে তাকে কাবা শরীফে নিয়ে আসতো এবং কাবা শরীফের দরজার চাবি তার মুখে রাখতো, যার বরকতে সেই শিশু কথা বলা শুরু করতো। **(শিফাউল গিরাম বিআখবারিল বালাদিল হারাম, ১/৩৫৩)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! আল্লাহ পাক আমাদেরও কাবা শরীফের সম্মান করা ও আদব করার পাশাপাশি কাবা শরীফ দেখার, এর বরকত গ্রহন করার, কাবার গিলাফের সাথে আনন্দচিত্তে জড়ানোর, কাবার দরজায় চুমু দেয়ার, একে জড়িয়ে ধরে অধিকহারে দোয়া করার তৌফিক দান করুন। হায়! কাবা শরীফের বরকতে যেন আমাদের শারীরিক অসুস্থ্যতা এবং এর পাশাপাশি গুনাহের রোগ থেকেও আরোগ্য নসীব হয়ে যায়।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাবা শরীফের নির্মাণ কতবার হয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাবা শরীফের ইতিহাস অনেক পুরোনো। বর্ণনা অনুযায়ী কাবা শরীফকে ১০বার নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ণনা অনুযায়ী কাবা শরীফের প্রথম নির্মাণ ফেরেশতারা করেন, অতঃপর হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام একে দ্বিতীয়বার নির্মাণ করেন।

কাবা শরীফের নির্মাণ ৫ ধরনের পাথর দ্বারা হয়েছে

বর্ণিত রয়েছে: আল্লাহ পাকের নবী হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام যখন জান্নাত থেকে এই দুনিয়ায় আগমন করেন তখন এখানে তাঁর একাকিত্ব ও আতঙ্ক অনুভব হলো, সুতরাং তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করলেন, ব্যস আল্লাহ পাক তাঁকে কাবা শরীফ নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। **(তাফসীরে কবীর, পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, ৯৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/২৯৬)**

বর্ণিত রয়েছে: যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কাবা শরীফ নির্মাণ করেন, তখন ফেরেশতারা ৫টি পাহাড়ের পাথর এনে তাঁর খেদমতে উপস্থাপন করলো, তা দিয়েই কাবা শরীফ নির্মাণ করা হয়েছিলো। এই ৫টি পাহাড়ের নাম হলো: (১) লেবানন পাহাড় (২) তুর পাহাড় (৩) যিতা পাহাড় (৪) জুদি পাহাড় (যার উপর হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নৌকা অবস্থান করেছিলো) (৫) এবং হেরা পাহাড়, যা মক্কায়ে মুকাররমায় অবস্থিত। **(সুবুলুল হুদা, ১/১৪৭)**

ওলামায়ে কিরাম বলেন: যেহেতু খানায়ে কাবা নামাযের জন্য কিবলা এবং নামায ৫ ওয়াক্ত ফরয, এরই সাথে সম্পর্ক রেখে কাবা শরীফের নির্মাণ ৫টি পাহাড় থেকে হয়েছে। **(তুহফায়ে মে'রাজুন নবী, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)**

কাবা শরীফ সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাবা শরীফ হলো আল্লাহর ঘর, এর কতইনা অনন্য শান রয়েছে। আসুন! কাবা শরীফ সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য শুনি: ★ ওলামায়ে কিরাম বলেন: কাবা শরীফের ভবনের আকৃতি চতুর্ভূজ আকারের, এ কারণেই কাবা শরীফকে কাবা (অর্থাৎ ৪ কোণ বিশিষ্ট ঘর) বলা হয়। ★ কাবা শব্দের একটি অর্থ হলো: উচ্চ এবং উত্তিত

বস্তু। পূর্বেকার যুগে লোকেরা কাবা শরীফের সম্মান ও মহত্বের কারণে নিজেদের ঘর গোলাকৃতির বানাতো এবং কাবা শরীফ থেকে উঁচু করতো না, সুতরাং এই পবিত্র ঘর আশেপাশের সকল ঘর থেকে উঁচু ছিলো, তাই একে কাবা বলা হয়েছে। **(তুহফায়ে মে'রাজুন নবী, ৪০০ পৃষ্ঠা)** ★ কাবা শরীফের পূর্বে গিলাফ ছিলো না, সর্বপ্রথম তুব্বা' হিমইয়ারী কাবা শরীফে গিলাফ পরিধান করান, এর পর কাবা শরীফে গিলাফ পরিধানের রীতি হয়ে গেলো। ★ কাবা শরীফের গিলাফের রঙ প্রথমে কালো ছিলো না, বিভিন্ন যুগে অন্যান্য রঙের গিলাফও পরিধান করানো হয়েছে, তবে এখন অনেক বছর ধরে কালো রঙেরই গিলাফ পরিধান করা হয়।

কাবা শরীফের কিছু বৈশিষ্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাবা শরীফ খুবই বরকতময় স্থান, এর অসংখ্য বৈশিষ্ট রয়েছে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং (স্মরণ করুন,) যখন আমি এ ঘরকে মানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ স্থান করেছি।

এই আয়াতে করীমায় কাবা শরীফের ২টি বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে: (১) কাবা শরীফ মানুষের জন্য প্রত্যাবর্তনের স্থান (২) কাবা শরীফ নিরাপদ স্থান।

(১) কাবা শরীফের প্রতি অন্তর ধাবিত

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ✱ এই স্থানে সম্পূর্ণ জগতের লোকেরা

জড়ো হয় ✱ যে একবার সেখানে আসে, সে বারবার আসতে চায়, পথের বিপদাপদের তোয়াক্কা করে না ✱ যে দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে যায় এবং নিজের শেষ বয়সে পা রাখে তখন আল্লাহ, আল্লাহ করার জন্য পবিত্র কাবায় যাওয়ার চেষ্টা করে ✱ ঐ সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام যাঁদের সম্প্রদায়ে আযাব এসেছিলো, তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের ধ্বংসে পর সাধারণত এখানে আগমন করতেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করতেন ✱ প্রত্যেক জায়গা থেকে মুসলমানরা এই দিকেই মুখ করে নামায পড়ে ✱ অনুরূপভাবে কোন মুসলমান কোথাও মারা গেলো, কবরে তার মুখ কাবা শরীফের দিকেই করে দেয়া হয়ে। অতএব জানা গেলো; কাবা শরীফ হলো মহান যিয়ারতের স্থান এবং মানুষের প্রত্যাবর্তনের স্থান।

(তাফসীরে নঈমী, পারা ১, সূরা বাকারা, ১২৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৭০৮ পৃষ্ঠা)

উট তাওয়াফ করলো

ওলামায়ে কিরাম বলেন: কাবা শরীফের বৈশিষ্টের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট এটাও যে, যখন থেকে কাবা শরীফ নির্মিত হয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই তাওয়াফকারী শূন্য হয়নি, সর্বদা মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতারা এর তাওয়াফ করতেই থাকে। **(শিফাউল গিরাম বিআখবারিল হারাম, ১/৩৫৪)**

এমনকি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফতকালে যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাবা শরীফে আক্রমন করে, তখন একেবারে হারামে পাকের তাওয়াফের স্থানেই পাথর বর্ষণ করা হচ্ছিলো, লোকেরা তাদের প্রাণ বাঁচানোর চিন্তায় ছিলো, কোন মানুষকে তাওয়াফ করতে দেখা যায়নি কিন্তু আল্লাহ পাকের শান দেখুন! তখনও একটি উট আনন্দচিত্তে কাবা শরীফের তাওয়াফে মগ্ন ছিলো।

(রওযুল উনুফ, ১/৩৭১)

www.dawateislami.net

ফেরেশতারাও কাবা শরীফের তাওয়াফ করেন

বর্ণিত আছে: যেখানে আমাদের কাবা শরীফ অবস্থিত, এর একেবারে সোজা আসমানে ফেরেশতাদের কিবলা অবস্থিত, যাকে বায়তুল মা'মুর বলা হয়, সেখানে ফেরেশতাদের দল থাকে এবং একদিনে ৭০ হাজার ফেরেশতা সেখানে নামায পড়ে, যে একবার পড়ে নেয়, দ্বিতীয়বার কখনোই তার পালা আসে না। **(হুসনুত তানাব্বু লিমা ওয়ারাদা ফিত তাশাব্বু, ১/২৪৮)** অতঃপর যখন সন্ধ্যা হয় তখন এই ৭০ হাজার ফেরেশতারা পৃথিবীতে এসে যায় এবং কাবা শরীফের তাওয়াফ করে। **(হুসনুত তানাব্বু লিমা ওয়ারাদা ফিত তাশাব্বু, ১/৩৬১)**

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই হলো কাবা শরীফের বৈশিষ্ট যে, এটা সেই মুবারক স্থান, যেখানে সর্বদা আল্লাহ পাকের ইবাদত হতেই থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) কাবা শরীফ হলো নিরাপদ স্থান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাবা শরীফের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো যে, আল্লাহ পাক কাবা শরীফ এবং এর আশেপাশের হেরেমকে নিরাপদ স্থান বানিয়েছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি সেটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে।

سُبْحٰنَ الله! জানা গেলো; যে কাবা শরীফে (এবং এর আশেপাশে কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ের হেরেমে পাকে) প্রবেশ হয়ে গেলো, সে নিরাপদ হয়ে গেলো।

মক্কায়ে পাকে আগতদের ক্ষমা করে দেয়া হয়

ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: যেই বান্দা কাবা শরীফে (বা হেরেমের সীমায়) প্রবেশ করে, সে নিরাপদে থাকার বিভিন্ন রূপ রয়েছে: একটি হলো, যেই সৌভাগ্যবান নেকীর নিয়্যতে হজ্জ বা ওমরা ইত্যাদি করার জন্য হেরেমে পাকে পৌঁছে যায়, সে কিয়ামতের দিন আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। **(তাফসীরে বাগভী, পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, ৯৭নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩৮৬)** হাদীসে পাকে রয়েছে: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে হেরেমে পাকে এসে যায়, তার নেকী অর্জিত হয়, তার মন্দতা দূর করে দেয়া হয় এবং তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(মু'জামে কবীর, ৫/৩৩২, হাদীস ১১৩২৮)**

মক্কায়ে পাকে মৃত্যুবরণ করার ফযিলত

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই হলো কাবা শরীফের বরকত...! যেই সৌভাগ্যবান কাবা শরীফে, হেরেমের সীমায় এসে যায়, হজ্জের সৌভাগ্য অর্জন করে, আল্লাহ পাক তাকে আযাব থেকে মুক্তি দান করেন। একটি হাদীসে পাকে রয়েছে; রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে হেরেমাইনের কোন একটিতে (অর্থাৎ মক্কায়ে মুকাররমা বা মদীনায়ে মুনাওয়ারায়) মৃত্যুবরণ করে, সে আমার শাফায়াত পাবে এবং কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা প্রাপ্তদের সাথে উঠবে।

(মু'জামে কবীর, ৩/৫৬৮, হাদীস ৫৯৮০)

হাশরের ময়দানে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك এর ধুমধাম

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাওরাত শরীফে (যা হলো আসমানি কিতাব, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অবতীর্ণ

www.dawateislami.net

হয়েছে, এই কিতাবে) লিখা রয়েছে: আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাঁর ৭ লক্ষ নৈকট্যশীল ফেরেশতাকে স্বর্ণের শিখল দান করবেন এবং নির্দেশ দিবেন যে, এই শিখল দ্বারা কাবা শরীফকে হাশরের ময়দানে নিয়ে এসো! ফেরেশতারা যাবে, এই স্বর্ণের শিখলের সাথে কাবা শরীফকে বাঁধবে, অতঃপর একজন ফেরেশতা আহ্বান করবে: হে কাবা! চলো...!! কাবা শরীফ বলবে: আমি যাবো না, যতক্ষণ আমার প্রার্থনা পূরণ করা হবে না। আসমান থেকে একজন ফেরেশতা আহ্বান করবে: হে কাবা! প্রার্থনা করো তোমার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। এবার কাবা শরীফ আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করবে: হে আল্লাহ পাক! আমার আশেপাশে দাফন হওয়া মুমিনের হকে আমার শাফায়াত কবুল করো। আওয়াজ আসবে: আমি তোমার আবেদন কবুল করে নিলাম (অর্থাৎ তোমার আশেপাশে যে সকল মুমিন সমাহিত রয়েছে, তাদের সবার হকে তোমার শাফায়াত কবুল করা হলো।) সুতরাং যে সকল মুসলমানের মক্কায়ে মুকাররমায় দাফন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, তাদের জড়ো করা হবে, তাদের চেহারা সাদা উজ্জল হবে, তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় কাবার চারপাশে জড়ো হয়ে যাবে এবং তাদের সকলের মুখে একটিই কালেমা হবে: لَبَّیْکَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیْک (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)

এবার ফেরেশতারা কাবা শরীফকে বলবে: হে কাবা! এবার চলো...! এখন তো তোমার প্রার্থনা পূরণ হয়েছে। কাবা শরীফ বলবে: আমি যাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আবেদন কবুল হবে না। আসমান থেকে এক ফেরেশতা আহ্বান করবে: হে কাবা! তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। কাবা শরীফ বলবে: “হে আল্লাহ! তোমার যেসব গুনাহগার বান্দারা দূর দুরান্ত থেকে ধুলোমলিন অবস্থায় আমার কাছে এসেছে, তারা তাদের

পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের ছেড়ে এসেছে এবং তারা তোমার আদেশ পালনে আমার যিয়ারতের আগ্রহে এসেছে, এবং হজ্জ করেছে, হে দয়ালু আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করছি যে, এই সকল হাজীদের হকেও আমার সুপারিশ কবুল করো, তাদেরকে কিয়ামতের আতঙ্ক থেকে নিরাপত্তা দান করো আর তাদেরকে আমার নিকট জড়ো করে দাও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: হে কাবা! আমি তাদের পক্ষেও তোমার সুপারিশ কবুল করে নিলাম। এবার ফেরেশতা ঘোষণা করবে: যারা কাবার যিয়ারত করেছিলে, তারা অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। একথা শুনে হাশরবাসীদের মধ্যে যারা কাবার যিয়ারত দ্বারা ধন্য হয়েছিলো, যারা হজ্জ বা ওমরা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো, তারা সবাই আলাদা হয়ে কাবার পাশে জড়ো হয়ে যাবে, তাদের চেহারা সাদা হবে এবং তারা জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হয়ে কাবা শরীফের তাওয়াফ করতে থাকবে, তাদের মুখেও একই কালেমা থাকবে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)। অতঃপর ফেরেশতা ডাক দিবে: হে কাবা! এবার তো তোমার আবেদন পূরণ হয়ে গেলো, এখন তো চলো...! এবার কাবা শরীফও তালবিয়া পাঠ করবে (অর্থাৎ কাবা শরীফও বলবে: لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির), অতঃপর কাবা শরীফকে এরূপ শান সহকারে হাশরে আনা হবে যে, দুনিয়ায় কাবার যিয়ারতকারীরা এর চারপাশে তাওয়াফ করছে আর তাদের সকলের মুখে এই কালেমা হবে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك (আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির)।

(আর রাওদুল ফায়িক, ৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) কাবা শরীফের একটি বৈশিষ্ট: তাওয়াফ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাবা শরীফের একটি বৈশিষ্ট এটাও যে, দুনিয়ায় এটিই একটি স্থান, যেখানে তাওয়াফ করা হয়। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿۲۹﴾

(পারা ১৭, সূরা হজ্জ, আয়াত ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এই আযাদ ঘরের তাওয়াফ করে।

তাওয়াফের সূচনা কিভাবে হলো...?

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাওয়াফ করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার দিকে মনযোগ দিলেন না, এমনকি তিনি তাওয়াফের ৭ চক্কর সম্পন্ন করে নিলেন, অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাতীমে আগমন করলেন এবং মিযাবে রহমতের নিচে দাঁড়িয়ে ২ রাকাত নামায আদায় করলেন, এরপর সোজা হয়ে বসে গেলে এবং বললেন: সেই প্রশ্নকারী কোথায়? সেই লোকটিকে উপস্থিত করা হলো, ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: কি জিজ্ঞাসা করছিলে? আরয করলো: জনাব...! কাবা শরীফের তাওয়াফ কখন থেকে শুরু হয়েছে? তাওয়াফ কেন শুরু হয়েছে? কিভাবে করা হতো? ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার বাড়ি কোথায়? বললো: সিরিয়ায়। সিরিয়ার কোন জায়গায়? আরয করলো: বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটে। ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আবারো জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি তাওরাত ও ইঞ্জিল পড়েছো? সে আরয করলো: জি হ্যাঁ! পড়েছি। এবার ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন: হে সিরিয়াবাসী! আমার উত্তর মুখস্ত

করে নাও! তুমি আমার কাছ থেকে সত্য কথা ব্যতীত বর্ণনা করবে না। কাবা শরীফের তাওয়াফ এভাবে শুরু হলো যে, যখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের ইরশাদ করলেন; আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা (অর্থাৎ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে) বানাবো, তখন ফেরেশতারা এভাবে প্রকাশ করলো যে, আমরাই খেলাফতের অধিক হকদার, এতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনি বললেন: আমার জানা আছে যা তোমরা জানোনা।

আল্লাহ পাকের এই ইরশাদ শুনে ফেরেশতাদের মনে হলো যে, হয়তো আমাদের এই কথায় আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, সুতরাং এখন ফেরেশতারা আল্লাহর আরশের আশ্রয় নিলো, নিজেদের চেহারা উপরে উঠালো, বিনয় করলো, কান্না করলো এবং ৭ বছর পর্যন্ত আল্লাহর আরশের তাওয়াফ করতে রইলো, অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের দিকে কৃপাদৃষ্টি দিলেন এবং আরশের নিচে তাদের জন্য ৪টি স্তম্ভ বিশিষ্ট যবরজদ পাথরের একটি ঘর বানালেন আর ফেরেশতাদেরকে ইরশাদ করলেন: এই ঘরের তাওয়াফ করো, সুতরাং ফেরেশতারা সেই ঘরের তাওয়াফ করতে লাগলো, একেই বাইতুল মা'মুর বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ পাক কিছু ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, পৃথিবীতেও বায়তুল মা'মুরের ন্যায় এবং এই সাইজের একটি ঘর বানাও। অতঃপর যখন এই বানানো হয়ে গেলো তখন আল্লাহ পাক পৃথিবীর সৃষ্টিজীবকে নির্দেশ দিলেন: যেমনিভাবে আসমানবাসীরা বাইতুল মা'মুরের তাওয়াফ করে, তোমরা এই ঘরের তাওয়াফ করো...!

(আখবারে মক্কা লিল আযরকী, ১ম অংশ, ২৭-২৯ পৃষ্ঠা)

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সৃষ্টির ২ হাজার বছর পূর্বে বাইতুল মা'মুরের একেবারে সোজাসুজি ফেরেশতারা কাবা শরীফের ভবন বানায়, এটি সাইজে বাইতুল মা'মুরের সমান ছিলো, তখন কাবা শরীফের তাওয়াফ তো শুধু জমিনের ফেরেশতারা করতো কিন্তু এর হজ্জ জমিন ও আসমানের সকল ফেরেশতারা করতো।

(তাফসীরে খাযিন, পারা ৪, আলে ইমরান, ৯৬নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৭১)

তাওয়াফের ফযিলত সম্বলিত কয়েকটি হাদীসে মুবারাকা

✸ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন যে, আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যে গণনা করে তাওয়াফের ৭ চক্কর সম্পন্ন করলো অতঃপর ২ রাকাত নফল আদায় করলো, তবে তা একজন গোলাম মুক্ত করার সমান এবং তাওয়াফ করার সময় মানুষের প্রতিটি কদমের বিনিময়ে তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হয় আর তার ১০টি গুনাহ মুছে দেয়া হয় এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩/৭, হাদীস ৪৫৫৫)** ✸ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের ৭ চক্কর সম্পন্ন করলো এবং তাতে কোন অহেতুক কথা বললো না তবে তা একজন গোলাম মুক্ত করার সমান। **(মু'জামে কবীর, ৯/৮২, হাদীস ১৭২৩৩)** ✸ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ৫০বার তাওয়াফ করলো, গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো যেনো আজই তার মা থেকে জন্ম নিয়েছে। **(তিরমিযী, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৬৬)** ✸ হাদীসে পাকে রয়েছে: যে বৃষ্টির সময় তাওয়াফের ৭ চক্কর দিলো, তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(কূতুল কুলুব, ২/১৯৮)**

www.dawateislami.net

যখন আমরা বৃষ্টিতে তাওয়াফ করে নিলাম তখন...

হযরত আবু ইকাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার আমি বৃষ্টির সময় হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করলাম। যখন তাওয়াফ সম্পন্ন হওয়ার পর মকামে ইব্রাহিম উপস্থিত হলাম এবং ২ রাকাত নফল আদায় করলাম তখন হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাকে বললেন: **নতুনভাবে আমল শুরু করো, কেননা তোমার মাগফিরাত হয়ে গেছে,** অতঃপর বললেন: যখন আমরা রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বৃষ্টির সময় তাওয়াফ করেছিলাম তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে এভাবেই ইরশাদ করেছিলেন।

(ইবনে মাজাহ, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১১৮)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই হলো কাবার উচ্চ শান...! ✷ কাবা শরীফ বরকতময় স্থান ✷ এর বরকতে আরোগ্য লাভ হয় ✷ কাবা শরীফের প্রতি অন্তর ধাবিত থাকে ✷ কাবা শরীফের বরকতে নিরাপত্তা নসীব হয় ✷ কাবা শরীফের বরকতে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা প্রাপ্তদের সাথে উঠা নসীব হবে ✷ যে কাবা শরীফের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে আশ্রয় প্রদান করা হয় ✷ কাবা শরীফের তাওয়াফ করা একটি অদ্বিতীয় নেকী ✷ তাওয়াফকারীর প্রতিটি কদমে ১০টি নেকী অর্জিত হয়, ১০টি গুনাহ মুছে দেয়া হয় এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। হায়! আমাদেরও যেনো কাবা শরীফের যিয়ারত করা, কাবার গিলাফের সাথে জড়িয়ে থাকা, হাতীমে পাকে নামায আদায় করা, হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া এবং হায়! আনন্দচিত্তে কাবা শরীফের তাওয়াফ করা নসীব হয়ে যায়। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন

✱ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ জ্ঞান শিখার মাধ্যমে আসে। **(বুখারী, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৭)** ✱ বর্তমানকার খারাপ কাজের মধ্যে একটি হলো; মানুষ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ✱ দ্বীনি কিতাব পড়ার আগ্রহ না থাকার সমান ✱ পূর্বেকার লোকেরা দ্বীনি কিতাবের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ রাখতো ✱ দিন রাত কিতাব পড়তো ✱ অতএব তাদের নিকট দ্বীনি জ্ঞানও বেশি থাকাতো আর ✱ জীবনও পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকতো।

✱ اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ঘরে ঘরে ইলমে দ্বীনের আলো পৌঁছে দিচ্ছে ✱ দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিশেষত্ব হলো যে, তিনি নিজেও ইলমে দ্বীনের খবুই আগ্রহী এবং আশিকানে রাসূলকেও দ্বীনি কিতাব পড়ার আগ্রহ প্রদান করেন ✱ তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি দ্বীনি পুস্তিকা পড়ার জন্য বলে থাকেন ✱ সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকা হয়ে থাকে ✱ কয়েক মিনিটেই পড়া যায়।

✱ আপনারাও পড়ুন! اِنْ شَآءَ الله অনেক উপকার হবে ✱ দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে ✱ ইলমে দ্বীন শিখার সাওয়াব অর্জিত হবে ✱ দ্বীনি কিতাব পড়াতে মেধাও বৃদ্ধি পায় ✱ দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হয় ✱ হিকমত অর্জিত হয় ✱ চিন্তাভাবনা পবিত্র হয় এবং ✱ জীবনে পরিচ্ছন্নতা এসে যায় ✱ আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী কিতাব অধ্যয়নে মানসিক রোগ থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়।

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সাপ্তাহিক পুস্তিকা পড়ার নিয়্যত করে নিন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠকারীকে বিভিন্ন দোয়াও দিয়ে থাকেন, আমরা সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ করলে তবে হয়তো আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা, কামিল ওলীর মুখ থেকে বের হওয়া দোয়া আমাদের হকে কবুল হয়ে যাবে আর দুনিয়া ও আখিরাতের তরী পার হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভালবাসা বাড়াও বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঝগড়া বিবাদ করা এমন ধ্বংসময় যে, এতে লিপ্ত হয়ে মানুষ দুনিয়াতেই শিক্ষণীয় হয়ে যায়। উৎসর্গিত হয়ে যান! দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের প্রতি, যা এই স্পর্শকাতর যুগেও মুসলমানদেরকে ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে রাখতে এবং তাদেরকে একতাবদ্ধ রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। যার একটি স্পষ্ট ঝলক হলো দাওয়াতে ইসলামীর অধিনে প্রতিষ্ঠিত “ভালবাসা বাড়াও বিভাগ”। “নেক আমল নাম্বার ৬৫” কে রীতিমতো সাংগঠনিক ভাবে কার্যকরী করে ঐ সকল পুরোনো ইসলামী ভাই, যারা পূর্বে আসতো কিন্তু এখন আসে না, তাদেরকে দ্বীনি পরিবেশে সক্রিয় করে “মসজিদ পূর্ণ কার্যক্রম” এ অংশগ্রহণ করানো, তাদের থেকে অগ্রিম সময় নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে দোকান, ঘর বা অফিসে গিয়ে সাক্ষাত করা, তাদেরকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় আসার মানসিকতা প্রদান করা, সম্মিলিত ইতিকাফ ও মাদানী কোর্স (আমল সংশোধন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স ইত্যাদি) করার উৎসাহ দেয়া, মাদানী কাফেলায় সফর করানো, তাদের

ঘরে তাফসীর শোনা শোনানোর হালকার ব্যবস্থা করা, তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশগ্রহণ করানো, তাদের আনন্দ, শোক, অসুস্থ্যতা ও মৃত্যু ইত্যাদিতে সাক্ষাত করতে যাওয়া এবং সমস্যায় মাকতুব ও তাবীযাতে আত্তারীয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এই বিভাগের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভূক্ত।

কুরবানির সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন কুরবানির সুন্নাত ও আদব শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ কুরবানির ঈদের দিন এমন কোন নেকী করে না, যা আল্লাহ পাকের নিকট রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে বেশি প্রিয়, এই কুরবানি কিয়ামতের দিন নিজের শিং, পশম এবং খুর সহকারে আসবে আর কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বে আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হয়ে যায়, অতএব আনন্দচিত্তে কুরবানি করো। **(তিরমিযী, ৩/১৬২, হাদীস ১৪৯৮)** ✸ কুরবানির পশুকে শোয়ানোর পূর্বেই কিবলা নির্ধারন করে নিন, শোয়ানোর পর বিশেষ করে পাথুরী মাটিতে হেঁচড়িয়ে কিবলামুখী করা নির্বাক পশুর জন্য প্রচন্ড কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। ✸ জবাই করাতে এতটুকু কাটবেন না যাতে ছুরি গর্দানের হাঁড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কেননা এটা অযথা কষ্ট দেয়া। ✸ যতক্ষণ পশু পরিপূর্ণভাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে না, তার পা কাটবেন না, চামড়াও ছাড়াবেন না, জবাই করে নেয়ার পর যতক্ষণ রুহ বের হয়ে যাবে না, ছুরি কর্তিত গলায় স্পর্শ করবেন না, হাতও স্পর্শ করবেন না। অনেক কসাই দ্রুত “ঠান্ডা” করার জন্য জবাই করার পর ছটফট করা পশুর গর্দানের জীবিত চামড়া উঁচিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে হৃদপিন্ডের রগ কেটে দেয়, অনুরূপভাবে ছাগল

জবাই করে সাথেসাথেই বেচারার গর্দান মুছড়ে দেয়, নির্বাক পশুর সাথে এরূপ অত্যাচার করবেন না।

ঘোষণা

কুরবানির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হয় অতএব তা জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net